জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা – আগস্ট/০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* পরিবহন ব্যয়, কালক্ষেপণ এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম ভূমিবেষ্টিত দরিদ্র দেশের সমস্যা- জাতিসংঘ দুত
* জাতিসংঘ-সমর্থিত বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন বৈঠক শুরু
* উন্নয়নের স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য চীনা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের প্রতি জাতিসংঘ কর্মকর্তার আহবান
* মায়ানমার: বান-কি-মুন বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে 'গঠনমুলক আলোচনার' আহবান জানিয়েছেন
* বাংলাদেশের বন্যার্তদের মধ্যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির আরও খাদ্য সাহায্য বিতরণ

পরিবহন ব্যয়, কালক্ষেপণ এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম ভূমিবেষ্টিত দরিদ্র দেশের সমস্যা- জাতিসংঘ দুত

২৮ আগস্ট- অধিক পরিবহন ব্যয়, নিয়ন্ত্রণ প্রতিবন্ধকতা এবং শুল্ক ও সীমান্ত পারাপারে বিভিন্ন ধরনের কালক্ষেপণ ও বাঁধাবিপত্তি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রে বিশ্বের দরিদ্রতম ভুমিবেষ্টিত দেশগুলোর পক্ষে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ দেশগুলোর জন্য সম্প্রতি নিযুক্ত জাতিসংঘ দুত আজ একথা বলেন।

স্বল্পোন্নত দেশ, ভুমিবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ এবং ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপ দেশগুলোর (ইউ.এন.-ও.এইচ.আর.এল.এল.এস.) জন্য জুলাই মাসে নিযুক্ত জাতিসংঘের অধস্তন মহাসচিব এবং উচ্চ প্রতিনিধি শেইখ সিডি ডায়ারা মঙ্গোলিয়ায় এক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বলেন, শুল্ক কালক্ষেপণ ও প্রতিবন্ধকতা বিশ্ব বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে দরিদ্রতম দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা।

মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটারে আজ থেকে শুরু হওয়া চারদিনের এই বৈঠকে ভুমিবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ (এল.এল.ডি.সি.) এবং ট্রানজিট ব্যবহারকারী উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য মন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে জনাব ডায়ারা বলেন, ৯০ দশকের প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যে ভুমিবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশ একটি জায়গায় আটকে আছে যা এক শতাংশেরও কম। রপ্তানীর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে এমন ১০টি দেশের মধ্যে ৯টি দেশই এল.এল.ডি.সি.-ভুক্ত।

আন্তঃমহাদেশীয় দুরত্বের প্রভাব অতিক্রম করতে তাদের পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতার উন্নয়নের জন্য তিনি এল.এল.ডি.সি.-গুলোকে তাদের ট্রানজিট সম্পর্ক রয়েছে এমন প্রতিবেশীদের সাথে ও সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করেন।

২০০৩ সালে কাজাকিস্তানে যে 'আলমাটি কর্মপরিকল্পনা' গৃহীত হয়েছিল তা এল.এল.ডি.সি.-গুলোর ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের যেসব প্রতিবেশীর সমুদ্রবন্দর রয়েছে তাদের সাথে সহযোগিতা উন্নয়নের জন্য দেশগুলোকে সহায়তা করতে প্রণীত হয়েছিল।

জনাব ডায়ারা বৈঠকে জোর দিয়ে বলেন, 'আলমাটি কর্মপরিকল্পনা'-তে এল.এল.ডি.সি.-গুলোর ভৌত পরিবহন অবকাঠামোর অবনতি ঠেকাতে এবং এর উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও আলোকপাত করা হয়।

আগামী বছর সাধারণ পরিষদের 'আলমাটি কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নের বিষয়টি মুল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে দু'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল আশা করা হচ্ছে উলানবাটারের বৈঠক তার মধ্যে দ্বিতীয় ও সর্বশেষ বৈঠক হবে।

জাতিসংঘ-সমর্থিত বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন বৈঠক শুরু

২৭ আগস্ট- জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ থেকে ভিয়েনায় শুরু হতে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা। ১৫০টিরও বেশি দেশের সরকার, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১০০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। বালিতে এ বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পুর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আজকের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

কিয়োটো প্রটোকল পরবর্তী সময়ের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধান, এর সাথে খাপ-খাওয়ানো, বিশ্ব কার্বন বাজার ও এ খাতে অর্থায়নের বিষয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ৩-১৪ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এই শীর্ষসম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ২০১২ সালে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক কাঠামো কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মোটের ওপর ভিয়েনা জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনা জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিস্থিতি মুল্যায়নের সুযোগ এনে দিয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বালিতে ২০১২ পরবর্তী ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমন্বিত আলোচ্যসুচি নিয়ে এগুতে কতটা আগ্রহী। জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি কাঠামোর নির্বাহী সচিব ইয়োভো ডি বয়ের একথা বলেন।

গত মাসে জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন জোর দিয়ে বলেন, দেশগুলোকে অবশ্যই কিয়োটো প্রটোকলের উত্তরসুরী একটি চুক্তিতে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন বছর আগেই উপনীত হতে হবে যাতে অনুমোদনের জন্য যথেষ্ট সময় থাকে এবং সঠিক সময়ে এটিকে আইনে পরিণত করা যায়।

এই সপ্তাহের বৈঠকটি দু'টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী সম্মিলিত পদক্ষেপের ওপর আলোচনা'। এ আলোচনা চলবে ২৭ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে ৩০ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এবং এতে কিয়োটো প্রটোকলের বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

আজকের অধিবেশনের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার কৃষি, বন, পরিবেশ এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রী জোসেফ প্রল জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি 'বিরাট চ্যালেঞ্জ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন যা অবশ্যই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে।

জনাব প্রল বলেন, প্রতিরোধ পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রত্যেক বছর জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে গেলে মানবিক ও আর্থিক ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

আজকের বৈঠকে বক্তব্য প্রদানকালে কেপ ভার্ডির কৃষি ও পরিবেশ মন্ত্রী মারিয়া মাডালেনা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে নষ্ট করতে পারে।

তিনি আরো বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তার সবকিছুই জলবায়ু পরিবর্তন ধ্বংস করে দিতে পারে। ২০১৫ সালের মধ্যে বেশ কিছু সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আগামীকাল ইউ.এন.এফ.সি.সি.সি. একটি নতুন প্রতিবেদন উপস্থাপন করছে। এতে আগামী ২৫ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যাকে

মোকাবেলা করার জন্য বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রবাহে যে গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তনগুলো প্রয়োজন তার ওপর আলোকপাত করা হবে।

এই প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ উন্নয়নের সাথে জড়িত বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রবাহের বিষয়টি বিশে-ষণ করা হয়। বিশে-ষণে দেখা যায়, ২০৩০ সাল নাগাদ বাড়তি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়াবে বিশ্বের মোট বিনিয়োগের ১.১ থেকে ১.৭ শতাংশ। গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন বর্তমান পর্যায়ে রাখতে ২০ হাজার থেকে ২১ বিলিয়ন ডলার বাড়তি বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রবাহের প্রয়োজন হবে।

উন্নয়নের স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য চীনা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের প্রতি জাতিসংঘ কর্মকর্তার আহবান

২৪ আগস্ট- জাতিসংঘ কর্মকর্তারা গতকাল শীর্ষ চীনা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের দেশের ও সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর আহবান জানান।

নিউ ইয়র্কে সমবেত হওয়া ৪০ জনের বেশি চীনা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের একটি দলকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত জাতিসংঘের অধস্তন মহাসচিব শাহ জুকাং বলেন, উন্নয়ন আর কেবলমাত্র সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর একার দায়িত্ব নয়। আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে ব্যক্তিখাতে প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত শক্তিরও প্রয়োজন আছে। তাই দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনাদেরকেও আমরা আমাদের অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করি।

উন্নয়ন সমস্যার সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আই.সি.টি.) ভূমিকা সম্পর্কে প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনাব শাহ বলেন, আই.সি.টি. বিশ্বকে যুক্ত করে এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ মতামত জানানোর সুযোগ করে দেয়। এটি দুরশিক্ষণ, নতুন বিষয়বস্তু সৃষ্টি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার সহায়তা করতে পারে। এটি নতুন দক্ষতা অর্জন, নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সাহায্য করতে পারে।

জাতিসংঘ আই.সি.টি. ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব জোট এর নির্বাহী সমন্বয়ক সারবুলান্ড যান বলেন, এই জোট চীন, ভারত ও সমগ্র উন্নয়ন বিশ্বে দারিদ্র হ্রাসের উপায় সম্পর্কে চীনের ব্যক্তিখাতের নেতৃবৃন্দকে তাদের মতামত জানানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

তিনি বলেন, আপনি আমাদের প-্যাটফর্মকে ব্যবহার করে আরো বেশি লাভবান হতে পারেন এবং একই সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে পারেন।

অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে, তথ্য প্রযুক্তিকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করলে তা জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বোত্তম স্বার্থেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিছু অংশগ্রহণকারীরা তথ্য প্রযুক্তি বিস্তারের বাঁধাসমুহ তুলে ধরেন, যেমন-যথাযথ সফটওয়্যারের অভাব এবং কম্পিউটার সম্পর্কে অজ্ঞতা।

সব সীমান্তে বন্ধুত্ব ও জাতিসংঘ আই.সি.টি. এবং উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব জোট যৌথভাবে দিনব্যাপী যে বৈঠকের আয়োজন করে তারই অংশ ছিল এই প্যানেল আলোচনা। এই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ব্যবসা ও প্রযুক্তির বর্তমান ধারা এবং বিশ্ব বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন চীনা কোম্পানিগুলোর প্রবেশের কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ মিলিত হন।

মায়ানমার: বান-কি-মুন বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে 'গঠনমুলক আলোচনার' আহবান জানিয়েছেন

২৩ আগস্ট- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেন, তিনি মায়ানমারের ঘটনাবলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং দেশটির সরকারের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্যদের গ্রেফতারের খবরে তিনি উদ্বিগ্ন।

তার প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ ও মায়ানমারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততার প্রয়াস অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ মহাসচিব যে কোন

ধরনের বিক্ষোভের মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের প্রতি সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের এবং সব পক্ষের প্রতি যেকোন ধরনের উস্কানিমুলক আচরণ থেকে বিরত থাকার আহবান জানান।

মায়ানমারের ইতিহাসের এই গুরুত্বপুর্ণ মুহুর্তে জাতিসংঘ মহাসচিব জাতীয় আপোস মীমাংসার জন্য গঠনমুলক সংলাপেরও আহবান জানান।

এই মাসের প্রথমদিকে জনাব বানের মায়ানমার বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা ইব্রাহিম গাম্ভারি সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। অন্যদিকে জুনে তিনি এশিয়া ও ইউরোপও সফর করেন।

বাংলাদেশের বন্যার্তদের মধ্যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির আরও খাদ্য সাহায্য বিতরণ

২২ আগস্ট: জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডাবি-উ.এফ.পি.) বাংলাদেশের বন্যাদুর্গত অঞ্চলে নতুন আরেক দফা জরুরি খাদ্য সাহায্য বিতরণের কাজ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। এখানে সংস্থাটি দুর্যোগে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৮ লক্ষ মানুষকে সাহায্য করতে পারবে বলে আশা করছে।

ডাবি-উ.এফ.পি. এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এ কাজে অস্ট্রেলিয়া প্রায় ১৩ লক্ষ ডলার সাহায্য প্রদান করছে। পুর্বে এ সংস্থাটি দু'দফায় প্রায় ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার মানুষের মধ্যে খাদ্য সাহায্য বিতরণ করে।

সংস্থাটি জানায়, এই দফায় আগস্টের শেষ পর্যন্ত এটি ২৫ হাজার মেট্রিকটনেরও বেশি খাদ্য সাহায্য বিতরণ করবে।

বাংলাদেশে ডাবি-উ.এফ.পি.-এর প্রতিনিধি ডগলাস ব্রডেরিক বলেন, পানি নেমে যাওয়া শুরু করার পর হাজার হাজার দরিদ্র পরিবার তাদের শস্য, গবাদিপশু ও ক্ষেত্র বিশেষে পরিবার-পরিজনকে হারিয়ে চরম দরিদ্র অবস্থায় নিপতিত হবে। খাদ্য প্রয়োজন এমন দরিদ্র বিপন্ন পরিবারগুলোকে দ্রুত খাদ্য সাহায্য প্রদানে অস্ট্রেলিয়ার এই সাহায্য ডাবি-উ.এফ.পি.-কে সক্ষম করেছে।

সরকারের ত্রাণ বিতরণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি ডাবি-উ.এফ.পি. এর কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের প্রতিনিধিরা ডাবি-উ.এফ.পি. এর এই খাদ্য সাহায্য বিতরণ করছে। প্রথম চালানটিতে রয়েছে খাদ্যশক্তিতে ভরপুর বিস্কুট এবং যৌথভাবে তা সরবরাহ করছে ডাবি-উ.এফ.পি. ও জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)।

জনাব ব্রডেরিক বলেন, ডাবি-উ.এফ.পি. আরো বেশি খাদ্য সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রাথমিক পুনর্গঠন কর্মসুচির জন্য তহবিল প্রদানে আমরা আরো বেশি সংখ্যক দাতাকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যার পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের টিকে থাকার পক্ষে যা অত্যন্ত জরুরি।

সম্প্রতি জাতিসংঘের প্রাথমিক এক প্রতিবেদনে বলা হয় জুলাইয়ে শুরু হওয়া এ বন্যায় দেশটির ৮৫৪০০০ হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছে এবং আরো ৫৮২০০০ হেক্টর জমির ধান আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

** ** **